বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ঃ-------------বঙ্গাব্দ/-----------------২০১০ খ্রিস্টাব্দ

এস. আর. ও নং --------আইন/২০১০।- স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নং আইন) এর ধারা ১২০ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ), ধারা ৩৫ এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নির্বাচন কমিশন, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।- (১) এই বিধিমালা সিটি কর্পোরেশন (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-

(১) "কমিশন" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৮ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত নির্বাচন কমিশন;

(২) "দেওয়াল" অর্থ বাসস্থান, অফিস, আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসাকেন্দ্র, শিল্প কারখানা, দোকান বা অন্য কোন স্থাপনা, কাচাঁ বা পাকা যাহাই হউক না কেন, এর বাহিরের ও ভিতরের দেওয়াল বা বেড়া বা উহাদের সীমানা নির্ধারণকারী দেওয়াল বা বেড়া এবং বৃক্ষ, খাম্বা, সড়ক দ্বীপ, সড়ক বিভক্তকারী বস্তু, ব্রিজ, কালভার্ট, সড়কের উপরিভাগ ও বাড়ির ছাদও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৩) "নির্বাচন" অর্থ কোন সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বা কাউন্সিলর পদে নির্বাচন বা উপ-নির্বাচন;

(৪) "নির্বাচন-পূর্ব সময়" অর্থ নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার তারিখ হইতে ভোট গ্রহণের দিন পর্যন্ত সময়কাল;

(৫) "পোস্টার" অর্থ কাগজ দ্বারা প্রস্তুতকৃত কোন প্রচারপত্র;

(৬) "পোস্টার লাগানো" অর্থ প্রচারণার উদ্দেশ্যে দেওয়াল বা বেড়ায় বা যানবাহনে, আঠা বা অন্য কোন পদার্থ দ্বারা পোস্টার আঁটিয়া দেওয়া, সাঁটিয়া দেওয়া, লাগাইয়া দেওয়া;

(৭) "প্রার্থী" অর্থ কোন সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বা কাউন্সিলর পদে নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করিয়াছে এমন যে কোন ব্যক্তি;

(৮) "যানবাহন" অর্থ স্থল, নৌ বা আকাশ পথে চলাচলকারী, চাকাযুক্ত বা চাকাবিহীন, যাত্রী বা মালামাল বহনকারী কোন পরিবহন;

(৯) "সিটি কর্পোরেশন" অর্থ স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নং আইন) এর অধীন গঠিত কোন সিটি কর্পোরেশন;

(১০) "সংবিধিবদ্ধ সরকারি কতৃপক্ষ" অর্থ আইনের ধারা ৫৫ তে সজ্ঞায়িত কোন সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষ।

৩। **কোন প্রতিষ্ঠানে চাঁদা, অনুদান ইত্যাদি নিষিদ্ধ**।- কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষ হইতে অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচন-পূর্ব সময়ে তাহার নির্বাচনী এলাকা বা অন্য কোন এলাকায় অবস্থিত কোন প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন প্রকার চাঁদা বা অনুদান প্রদান করিতে বা প্রদানের অঙ্গীকার করিতে পারিবেন না।

৪। **প্রচারণার সময়**।- কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষ হইতে অন্য কোন ব্যক্তি ভোট গ্রহণের জন্য নির্ধারিত তারিখের একুশ (২১) দিন পূর্বে কোন প্রকার নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করিতে পারিবেন না।

৫। **সার্কিট হাউজ, ইত্যাদি ব্যবহারে বাধা-নিষেধ**।- কোন প্রার্থী নির্বাচন-পূর্ব সময়ে-

(ক) সরকারি সার্কিট হাউজ, ডাক-বাংলো বা রেস্ট হাউজে অবস্থান করিতে পারিবেন না; এবং

(খ) তাহার পক্ষে বা অন্য কোন প্রার্থীর বিপক্ষে প্রচারণার স্থান হিসাবে সরকারি সার্কিট হাউজ, ডাক-বাংলো, রেস্ট হাউজ বা কোন সরকারি কার্যালয় এবং সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষকে ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

৬। **প্রচারণা সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ**।- নির্বাচনী প্রচারণার ক্ষেত্রে সকল প্রার্থী এবং প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণায় অংশগ্রহণকারী অন্যান্য ব্যক্তিকে যেসব নীতিমালা অনুসরণ করিতে হইবে তাহা নিম্নরূপ, যথা ঃ-

(১) **সভা সমিতি অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ**।- নির্বাচনের উদ্দেশ্যে-

(ক) পথসভা ও ঘরোয়া সভা ব্যতীত কোন জনসভা বা শোভাযাত্রা করা যাইবে না;

(খ) দফা (ক) তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন জনগণের চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারে এইরূপ কোন সড়কে প্রার্থী বা প্রার্থীর পক্ষে কোন ব্যক্তি পথসভা করিতে পারিবেন না বা তদুদ্দেশ্যে কোন মঞ্চ তৈরী করিতে পারিবেন না;

(গ) প্রচারণার ক্ষেত্রে কোন প্রার্থী প্রতিপক্ষের পথসভা বা ঘরোয়া সভা বা অন্যান্য প্রচারাভিযান পণ্ড বা উহাতে বাধা প্রদান করিতে পারিবেন না;

(২) **পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ**।-

(ক) পোস্টার সাদা-কালো রঙের হইতে হইবে এবং উহার আয়তন ২৩" x ১৮" এর অধিক হইতে পারিবে না ;

(খ) পোস্টারে ছাপানো ছবি সাধারণ ছবি (Portrait) হইতে হইবে এবং কোন অনুষ্ঠান বা মিছিলে নেতৃত্বদান, প্রার্থনারত অবস্থা, ইত্যাদি ভঙ্গিমার ছবি ছাপানো যাইবে না;

(গ) সাধারণ ছবি (Portrait) এর আকার ২৩" x ১৮" এর অধিক হইতে পারিবে না;

(ঘ) নির্বাচনী প্রতীকের আকার, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতা কোনক্রমেই তিন মিটারের অধিক হইতে পারিবে না;

(ঙ) নির্বাচনী প্রচারণায় কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নিজ ছবি ও প্রতীক ব্যতীত কোন রাজনৈতিক দলের নাম বা প্রতীক বা কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের নাম বা ছবি ছাপাইতে কিংবা ব্যবহার করিতে পারিবেন নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন প্রার্থী প্রতীক ব্যবহার বা প্রদর্শনের জন্য একাধিক রং ব্যবহার করিতে পারিবেন না;

(চ) কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও তারিখবিহীন কোন পোস্টার লাগাইতে পারিবেন না;

(ছ) কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি সিটি কর্পোরেশন এলাকাভুক্ত সরকারী বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের স্থাপনাসমূহের দেওয়াল বা বেড়া এবং যানবাহনে কোন প্রকার পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল লাগাইতে পারিবেন নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সিটি কর্পোরেশনের এলাকাভুক্ত যে কোন স্থানে পোস্টার এবং লিফলেট বিলি করিতে পারিবেন বা হ্যান্ডবিল ঝুলাইতে বা টাঙ্গাইতে পারিবেন;

(জ) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোস্টার বা লিফলেট, ইত্যাদির উপর অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোস্টার বা লিফলেট, ইত্যাদি লাগানো যাইবে না এবং উক্ত পোস্টার, লিফলেট ও হ্যান্ডবিল ইত্যাদির কোন প্রকার ক্ষতিসাধন তথা বিকৃতি বা বিনষ্ট করা যাইবে না;

(৩) **ভোটার স্লিপ প্রদানে বাধা নিষেধ**।- কাউন্সিলর ব্যতীত মেয়র পদের কোন প্রার্থী নির্বাচনী প্রচারণাকালে কোন ভোটার স্লিপ প্রদান করিতে পারিবেন না।

(৪) **মিছিল বা শোডাউন সংক্রান্ত বাধা নিষেধ**।-

(ক) মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় কোন প্রকার মিছিল কিংবা শো-ডাউন করা যাইবে না বা প্রার্থী ৫ (পাঁচ) জনের অধিক সমর্থক লইয়া মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারিবেন না;

(খ) যানবাহন সহকারে মিছিল কিংবা মশাল মিছিল বাহির করা যাইবে না বা কোনরূপ শো-ডাউন করা যাইবে না;

(৫) **নির্বাচনী ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন সংক্রান্ত বাধা নিষেধ**।-

(ক) মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বী কোন প্রার্থী প্রতি থানায় একের অধিক নির্বাচনী ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন করিতে পারিবেন না;

(খ) কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বী কোন প্রার্থী ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) ভোটারের হারে একের অধিক এবং সর্বোচ্চ তিনটির অধিক নির্বাচনী ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন করিতে পারিবেন না;

(গ) উক্ত ক্যাম্প বা অফিসে কোন টেলিভিশন, ভিসিআর, ভিসিডি, ডিভিডি, ইত্যাদি ব্যবহার করিতে পারিবেন না;

(৬) **যানবাহন ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ**।- কোন প্রার্থীর পক্ষে-

(ক) কোন ভোটকেন্দ্রে বা ভোটকেন্দ্র হইতে ভোটারদের আনা নেওয়ার জন্য যে কোন প্রকারের যানবাহন বা জলযান ভাড়া করা যাইবে না বা ব্যবহার করা যাইবে না;

(খ) নির্বাচনী প্রচারকার্যে হেলিকপ্টার বা অন্য কোন আকাশযান ব্যবহার করা যাইবে না;

(গ) নির্বাচনে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার সুবিধার্থে কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক, ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে, মোটর সাইকেল, বাই-সাইকেল, রিক্সা বা অন্য কোন যান্ত্রিক যানবাহন চালানো যাইবে না;

(৭) **দেওয়াল লিখন সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।-**

(ক) কোন প্রার্থী, বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি দেওয়ালে লিখিয়া বা অংকন করিয়া কোন প্রকার নির্বাচনী প্রচারণা চালাইতে পারিবেন না;

(খ) নির্বাচনী প্রচারাভিযানে বিজ্ঞাপনের মাধ্যম হিসাবে কালি বা রঙ ব্যবহার করিতে পারিবেন না;

(৮) **গেইট, তোরণ বা ঘের নির্মাণ, প্যান্ডেল বা ক্যাম্প স্থাপন ও আলোকসজ্জাকরণ সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।-** কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি-

(ক) নির্বাচনী প্রচারণাকালে কোন গেইট, তোরণ বা ঘের নির্মাণ করিতে পারিবেন না বা চলাচলের পথে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না;

(খ) নির্বাচনী প্রচারণার জন্য কোন প্যান্ডেল তৈরী করিতে পারিবেন না;

(গ) নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসাবে কোন প্রকার আলোকসজ্জা করিতে পারিবেন না;

(ঘ) কোন সড়ক কিংবা জনগণের চলাচল ও সাধারণ ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থানে নির্বাচনী ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন করিতে পারিবেন না;

(৯) **প্রচারণামূলক বক্তব্য, খাদ্য পরিবেশন, উপঢৌকন প্রদান সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।-** কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি-

(ক) নির্বাচনী প্রচারণার জন্য প্রার্থীর ছবি বা প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণামূলক কোন বক্তব্য বা কোন ছবি বা চিহ্ন সম্বলিত শার্ট, জ্যাকেট, ফতুয়া, ইত্যাদি ব্যবহার করিতে পারিবেন না;

(খ) নির্বাচনী ক্যাম্পে ভোটারগণকে কোনরূপ পানীয় বা খাদ্য পরিবেশন করিতে পারিবেন না;

(গ) ভোটারগণকে কোনরূপ উপঢৌকন ,বক্শিস ইত্যাদি প্রদান করিতে পারিবেন না;

(১০) **উস্কানিমূলক বক্তব্য বা বিবৃতি প্রদান এবং উচ্ছৃংখল আচরণ সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।-**

(ক) কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচনী প্রচারণাকালে ব্যক্তিগত চরিত্র হনন করিয়া বা কোন ধরণের তিক্ত বা উস্কানীমূলক কিংবা লিঙ্গ, সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এইরূপ কোন বক্তব্য প্রদান করিতে পারিবেন না;

(খ) নির্বাচন উপলক্ষে কোন নাগরিকের জমি, ভবন বা অন্য কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির কোনরূপ ক্ষতিসাধন করা যাইবে না;

(গ) অনভিপ্রেত গোলযোগ ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণ দ্বারা কাহারও শান্তি ভঙ্গ করা যাইবে না;

(১১) **বিস্ফোরক দ্রব্য বহন সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।-** কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে অস্ত্র বা বিস্ফোরক দ্রব্য এবং Arms Act, 1878 (Act No. XI of 1878) এর ধারা 8 এ "arms" এর সংজ্ঞায় উল্লিখিত fire-arms বা অন্য কোন arms বহন করিতে পারিবেন না;

(১২) **ধর্মীয় উপাসনালয়ে প্রচারণা সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।-** কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি মসজিদ, মন্দির, গির্জা বা অন্য কোন ধর্মীয় উপাসনালয়ে কোন প্রকার নির্বাচনী প্রচারণা চালাইতে পারিবেন না;

(১৩) **মাইক্রোফোন ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।-**

(ক) কোন প্রার্থী একটি ওয়ার্ডে একই সংগে পথসভার জন্য একটি এবং নির্বাচনী প্রচারণার জন্য একটির অধিক মাইক্রোফোন বা শব্দের মাত্রা বর্ধনকারী অন্যবিধ যন্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবেন না;

(খ) মাইক্রোফোন বা শব্দের মাত্রা বর্ধনকারী অন্যবিধ যন্ত্রের ব্যবহার দুপুর দুই (২) ঘটিকার পূর্বে এবং রাত নয় (৯) ঘটিকার পরে করা যাইবে না;

(১৪) **সরকারি সুবিধাভোগী কতিপয় ব্যক্তির নির্বাচনী প্রচারণা এবং সরকারী সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।-**

(ক) জাতীয় সংসদের স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, চীপ হুইপ, হুইপ এবং সরকারের কোন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপ-মন্ত্রী, বা তাঁহাদের সমপদমর্যাদাসম্পন্ন সরকারি সুবিধাভোগী কোন ব্যক্তি, নির্বাচন-পূর্ব সময়ে নির্বাচনী প্রচারণায় বা নির্বাচনী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না;

(খ) কোন সরকারি কর্মকর্তা, কোন নির্বাচনী প্রচারণায় অংশগ্রহণ বা নির্বাচনী কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, দফা (ক) ও (খ) এ উল্লিখিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার ভোটার হইলে তিনি কেবল তাঁহার ভোট প্রদানের জন্য উক্ত এলাকায় যাইতে পারিবেন;

(গ) নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে কেহ নির্বাচনী কাজে সরকারী প্রচারযন্ত্র, সরকারী যানবাহন, অন্য কোন সরকারী সুযোগ-সুবিধা ভোগ এবং সরকারী কর্মকর্তা বা কর্মচারীগণকে ব্যবহার করিতে পারিবেন না; এবং

(১৫) **উন্নয়নমূলক প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থ অবমুক্তি সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ**।-নির্বাচন-পূর্ব সময়ে সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বা কাউন্সিলর বা অন্য কোন পদাধিকারী সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন এলাকায় উন্নয়নমূলক কোন প্রকল্প অনুমোদন বা ইতিপূর্বে অনুমোদিত কোন প্রকল্পে অর্থ অবমুক্ত বা প্রদান করিতে পারিবেন না।

৭। **ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার**।- (১) ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনী কর্মকর্তা কর্মচারী, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনী এজেন্ট, পোলিং এজেন্ট, কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি এবং ভোটারগণ প্রবেশ করিতে পারিবেন।

(২) পোলিং এজেন্টগণ তাহাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া তাহাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করিবেন।

৮। **নির্বাচন প্রভাবমুক্ত রাখা** ।- অর্থ, অস্ত্র ও পেশী শক্তি কিংবা স্থানীয় ক্ষমতা দ্বারা নির্বাচন প্রভাবিত করা যাইবে না।

৯। **অপরাধ ও শাস্তি**।- কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচন-পূর্ব সময়ে এই বিধিমালার কোন বিধান লংঘন করিলে উহা একটি অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনধিক ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

১০। **কমিশন কর্তৃক প্রার্থিতা বাতিল**।- (১) এই বিধিমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত রেকর্ড কিংবা লিখিত রিপোর্ট হইতে কমিশনের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, মেয়র বা কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বী কোন প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী এজেন্ট এই বিধিমালার কোন বিধান লংঘন করিয়াছেন বা লংঘনের চেষ্টা করিয়াছেন এবং অনুরূপ লংঘন বা লংঘনের চেষ্টার জন্য তিনি মেয়র, বা ক্ষেত্রমত, কাউন্সিলর নির্বাচিত হইবার অযোগ্য হইতে পারেন, তাহা হইলে কমিশন বিষয়টি সম্পর্কে তাৎক্ষণিক তদন্তের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন তদন্ত রিপোর্ট প্রাপ্তির পর কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী এজেন্ট বা তাহার নির্দেশে বা তাহার পক্ষে তাহার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্মতিতে অন্য কোন ব্যক্তি এই বিধিমালার কোন বিধান লংঘন করিয়াছেন বা লংঘনের চেষ্টা করিয়াছেন এবং অনুরূপ লংঘন বা লংঘনের চেষ্টার জন্য তিনি মেয়র বা কাউন্সিলর নির্বাচিত হইবার অযোগ্য হইতে পারেন, তাহা হইলে কমিশন, তাৎক্ষণিকভাবে লিখিত আদেশ দ্বারা, উক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল করিতে পারিবে।

(৩) কমিশন উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ সংশ্লিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী এজেন্টকে এবং সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারকে যথাশীঘ্র সম্ভব অবহিত করিবে।

(৪) কমিশন উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ সরকারী গেজেটে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১১। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।- (১) সিটি কর্পোরেশন (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০০৮, অতঃপর উক্ত বিধিমালা বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্‌দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত বিধিমালার অধীন কৃত কোন কার্যক্রম বা গৃহীত কোন ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীন এমনভাবে কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যেন উক্ত কার্যক্রম বা ব্যবস্থা গ্রহণের সময় এই বিধিমালা বলবৎ ছিল।

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে,

(মুহম্মদ হুমায়ুন কবির)
সচিব